48

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 08 1996
পৃষ্ঠা কলাম

নেপথ্য কাহিনী

এইচএসসি পরীক্ষার ফল এত খারাপ হলো কেন ?

শরিফুজ্জামান পিন্টু

এইচএসসি পরীক্ষার ফল সারাদেশে এত খারাপ হলো কেন? অভিভাবক, শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের মুখে মুখে এ প্রশ্ন। প্রকাশিত ফল সম্পর্কে তাদের রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বলছেন, যেমন কর্ম তেমন ফল। আবার কারও কারও মতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত অভিন্ন প্রশ্নপত্রের সিদ্ধান্ত ফেলের হার বৃদ্ধির কারণ। এ কারণটি ছাড়াও আরও কিছু কারণ রয়েছে, যেগুলো মুখ্য না হলেও গৌণ।

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

এইচএসসি পরীক্ষার *(প্রথম পাতার পর)*

গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত দেশের চার বোর্ডের ফল বিশ্লেষণ ও তুলনা করে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার পর এইচএসসিতে আর কখনও এত কম পাস করেনি। সম্প্রতি প্রকাশিত ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় পাসের হারের চেয়ে এইচএসসি'র পাসের হার কম, যা রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। ডিগ্রী পরীক্ষায় গড়ে যেখানে শতকরা ৪২ ভাগ পাস করেছে, সেখানে এইচএসসিতে (রাজশাহী বোর্ড বাদে) গড়ে পাস করেছে প্রায় ২৭ ভাগ। অথচ '৯৫ সালে চার বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের গড় হার ছিল শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ।

ঢাকা বোর্ডে ১৯৯২ সালে পাসের হার ছিল শতকরা ৬৯ দশমিক ৪০ ভাগ, ১৯৯৩ সালে ৫১ দশমিক ৬৬ ভাগ ও ১৯৯৫ সালে ৪২ দশমিক ৪৫ ভাগ। অথচ এ বছর পাসের হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৪ দশমিক ৩২ জন।

ঢাকা বোর্ডের মতো অন্যান্য বোর্ডের চিত্রও প্রায় একই রকম। যশোর বোর্ডে এ বছর পাসের হার সবচেয়ে কম- ১৯ দশমিক ৩৫ ভাগ। অথচ ১৯৯৪ সালে এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪২ দশমিক ৬২ ভাগ।

পাসের হার আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাবার কারণ হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, এ বছর ইংরেজী ও অঙ্কে বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি বছর প্রথম পাঁচ বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার চাপ যায় বেড়ে। কোচিং, গাইড বা সাজেশন যারা কঠোরভাবে অনুসরণ করেছে তারা পরীক্ষায় ভাল করতে পারেনি। ইংরেজী ও গণিতে সব সময় বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী দুর্বল থাকে। এসব দুর্বল ছাত্রছাত্রী সাধারণত কম প্রশ্নসংবলিত সাজেশন অনুসরণ করে। কিন্তু এ বছর সাজেশন কমন না পড়ায় তারা ফেল করেছে। আর এই ফেলের হার দাঁড়িয়েছে শতকরা প্রায় ৭৩ জন।

বোর্ড সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছর পূর্ববর্তী বছরের সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য যে বিষয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী ফেল করে সেই বিষয়ে গ্রেস নম্বর দেয়া হয়। কিন্তু এ বছরের ফল পূর্ববর্তী বছরের সাথে চরম অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও বোর্ডগুলো গ্রেস না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

পাসের হার কমে যাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে নকল প্রবণতা হ্রাস। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর পরীক্ষার্থীরা নকলের সুযোগ পেয়েছে কম। নকল যে কম হয়েছে তার প্রমাণ হলো পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে সংঘর্ষ ও মারপিট। নকল ধরতে গিয়ে এ বছর যত ম্যাজিস্ট্রেট ও পরিদর্শক লাঞ্ছিত হয়েছেন তত আর কখনও শোনা যায়নি। তাছাড়া নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনুষ্ঠিত এ প্রথম পাবলিক এক্সামিনেশনে প্রশাসন ছিল বেশ সক্রিয়।

পাসের হার যে কম হবে তা পরীক্ষার্থীদের আন্দোলন-সংগ্রাম দেখে অনেকে আঁচ করতে পেরেছিল। অভিন্ন প্রশ্নপত্রের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর পরীক্ষার্থীরা প্রায় ছয় মাস সারাদেশে এক নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।